যায়যায়দিন

তারিখ ... 29 SEP 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৩ ...

স্ব স্ব ভাষায় শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হবে

যায়যায়ি রিপোর্ট

আমাদের দেশে বিভিন্ন ভাষাভাষী ও বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী রয়েছে। তাদের স্ব স্ব ভাষার বই ও শিক্ষক দেয়ার বিষয়ে আমরা চিন্তা-ভাবনা করছি। যাতে করে প্রতিটি শিশুর মাতৃভাষা ভিত্তিক শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

বুধবার বেলা ১টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ ফর ইনক্লুসিভ পিপল (দীপ), জাবারং কল্যাণ সমিতি ও মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন আয়োজিত 'পাঠ্যপুস্তকে জাতিসত্তার পরিচয় : আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী মো. আফসারুল আমীন এমপি।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী আরো বলেন, প্রাথমিক অবস্থায় শিশুরা যাতে করে পাঠ্যপুস্তক দেখে ভয় না পায়, সে জন্য যে যে ভাষায় কথা বলে যে ভাষা ভালোভাবে বোঝে তাদের সেই ভাষার বই এবং শিক্ষক দেয়া হবে। এভাবে শিক্ষার সঠিক পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে।

তিনি বলেন, 'পাঠ্যপুস্তকে যেসব অসঙ্গতি রয়েছে, আপনারা আমাদের সাহায্য করবেন। তাহলে আমরা ভুলগুলোর নিরসন করতে সক্ষম হবো।'

২০১৩ সাল থেকে পাঠ্যপুস্তকের যে পরিবর্তন আসছে সে ক্ষেত্রে গোলটেবিল বৈঠক ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আমাদের সাহায্য করলে ভুলগুলো ধরতে আমাদের পক্ষে সহজ হবে। আমাদের ভুল হয়। তবে আমরা চেষ্টা করব ভুল সংশোধনের জন্য।'

তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে গঠিত আমাদের দেশ। মুক্তিযুদ্ধের সময় যেমন সবাই অংশগ্রহণ করেছিলেন, তেমনি করে সবার জন্য শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করতে শেখ হাসিনার সরকার বদ্ধপরিকর।'

> শিশুরা যে ভাষায় কথা বলে, যে ভাষা ভালোভাবে বোঝে, তাদের সেই ভাষার বই এবং শিক্ষক দেয়া হবে।

দীপের সভাপতি দেবী প্রসাদ মজুমদারের সভাপতিত্বে গোলটেবিল বৈঠকে অংশ নেন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মো. মোস্তফা কামালউদ্দিন, সাংসদ এথিন রাখাইন, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাংগঠনিক সম্পাদক শক্তিপদ ত্রিপুরা প্রমুখ।

গোলটেবিল বৈঠকের সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন দৈনিক ভোরের কাগজের সম্পাদক শ্যামল দত্ত।

গোলটেবিল বৈঠকে পাঠ্যপুস্তকে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মানুষদের সম্পর্কে যে সমস্ত অসত্য ও ভুল তথ্য এবং অসঙ্গতি রয়েছে সেগুলো নিরসনের জন্য সরকারের প্রতি অনুরোধ জানান বক্তারা।

বক্তারা বলেন, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি সমাজ বইয়ে অধিকাংশ জায়গায় চাকমা, মারমা, সাঁওতাল, ত্রিপুরা, ওরাঁও, গারো, মণিপুরী, টিপরা, খাসিয়া, হাজং, রাখাইন, পাহাড়ি, মাহলে, মুণ্ডা, মালে ও রাজবংশী জনগোষ্ঠী সম্পর্কে আপত্তিকর কিছু ভুল তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

এদের খাদ্য, সংস্কৃতি, ধর্ম, পোশাক-পরিচ্ছদ ও জীবিকা সম্পর্কেও অনেক নেতিবাচক তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

সেসব নেতিবাচক তথ্য নিরসনের জন্যও বক্তারা সরকারের প্রতি অনুরোধ জানান।